বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১৭ উদযাপিত

নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করা হয়েছেঃ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যান্য হাসপাতালেও এখন আর পেশাদার রক্তদাতা নেই বললেই চলে। মানুষ এখন স্বেচ্ছায় রক্তদানে আগের তুলনায় অনেক বেশি উৎসাহিত হয়েছে, উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ১৯৭২ সালে তৎকালীন আইপিজিএমএন্ডআর (বর্তমানে বিএসএমএমইউ)-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিববুর রহমান ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন। তাই জাতীয়ভাবে নিরাপদ রক্তপরিসঞ্চালন পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শতভাগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। ১৯৭৮ সালে 'সন্ধানী' স্বেচ্ছায় রক্তদানে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সরকারিভাবে ২ নভেম্বর জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ঘোষণা করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডের ফলেই স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার ২ নভেম্বর ২০১৭ইং তারিখ সকালে এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিএসএমএমইউ-এর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য এসব কথা বলেন। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলাম, পরিচালক (পরিদর্শন) অধ্যাপক ডা. একেএম সালেক, সিন্ডিকেট মেম্বার অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. আয়েশা খাতুন, সহকারী অধ্যাপক ডা. আতিয়ার রহমান, ডা. খান আনিসুল ইসলাম, ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন, কাউন্সিলর সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ দিবসটি উপলক্ষে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে।